ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর ২০১১

কপ-১৭ ফলাফল নিয়ে বাপা, বিপনেট, সিসিডিএফ, সিএসআরএল, ইক্যুইটিবিডি এবং এনসিসিবি'র পর্যবেক্ষণ

ডারবানের বাস্তবতা এবং পরবর্তী করণীয়

১. আমাদের দায়বদ্ধতা

ডারবানে অনুষ্ঠিত কপ ১৭-কে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশের ছয়টি জলবায়ু নেটওয়ার্ক ঢাকাতে ডারবান পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের উদ্বেগ, আশংকা ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ ইন্ডিজিনাস পিপল্‌স নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বায়োডাইভার্সিটি (বিপনেটসিসিবিডি), ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিসিডিএফ), ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি) এবং নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ (এনসিসিবি) নামের এই ছয়টি সংগঠনের পক্ষ থেকে কপ-১৭ চলাকালীন সময়ে ডারবানেও মূল সম্মেলন স্থলে ও কোয়ানজুলু বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশকিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাব তুলে ধরে চিত্র প্রদর্শনী, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অধিকার বিষয়ে দুটি সেমিনার এবং কপ-১৭ এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে তার উপর দুটি সংবাদ সম্মেলন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা মনে করি, কপ ১৭ সম্পর্কে আমাদের কিছু পর্যবেক্ষণ ও উদ্বেগ তুলে ধরার ব্যাপারে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে, আর সে কারণেই এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন ।

২. ডারবান মঞ্চ (Durban Platform): নির্মম বাস্তবতা কিংবা সমূহ সর্বনাশ

বিশ্বজুড়ে সচেতন মানুষের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর গণমানুষের প্রাণের দাবি ছিল বৈজ্ঞানিক চাহিদা অনুযায়ী কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর ক্ষেত্রে এনেক্স-১ভুক্ত দেশ, তথা ধনী দেশগুলোকে আইনী বাধ্যবাধ্যকতার আওতায় নিয়ে আসার জন্য কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করা। বিজ্ঞানীদের পরামর্শ হচ্ছে, ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০২০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন ৪৫% কমিয়ে আনা, যাতে করে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। জার্মান বিজ্ঞানীদের উপস্থাপিত গবেষণা অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের তাপমাত্রা ৩.৫ সেলসিয়াস (৬.৩ ফারেনহাইট) হারে বেড়ে চলছে। আর এর ফলে বন্যা, খরা, ঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি লাখ লাখ মানুষের ভোগান্তি দিন দিন বাড়িয়েই যাচ্ছে। একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্র ধরে বলা যায়, প্রতিবছর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম দুর্যোগসমূহের কারণে সারা বিশ্বে সরাসরি সাড়ে তিন লাখ প্রাণহানী ঘটে থাকে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একগুয়েমী এবং সম্মেলনের সভাপতি দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থনের ফলে কপ ১৭-তে কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্বের পরিবর্তে তৈরি করা হয়েছে ডারবান মঞ্চ (Durban Platform). অনেকেই এই ডারবান মঞ্চকে ডারবান দুর্যোগ (Durban Debacle) বলে অভিহিত করেছেন, কেননা এর মাধ্যমে বালি কর্মপরিকল্পনাকে (Bali Action plan) অকার্যকর, প্রকারান্তরে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। বালি কর্মপরিকল্পনায় প্রশমন, অভিযোজন, অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। ডারবান মঞ্চ থেকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব (historical responsibility), সমতা (equity) এবং সাধারণ কিন্তু ভিন্ন দায়িত্বাবলী (common but differentiated responsibility-CBDR) কথামালাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

সভাপতি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতি অভিযোগের আঙ্গুল উঠানোর আরও কারণ আছে, সম্মেলন শেষ হওয়ার ৩৬ ঘণ্টা পরে কপ ১৭-এর ঘোষণা গৃহীত হয়েছে, যখন অন্তত ৩০টি দেশের প্রতিনিধিরাই অনুপস্থিত ছিলেন অথবা ফিরে গেছেন। যারা ছিলেন, যেমন ভেনিজুয়েলা, তাদের ভিন্নমতকেও এখানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সমালোচকরা বলছেন, দক্ষিণ অফ্রিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটি করেছে।

উল্লেখ্য যে, পুরো আলোচনা প্রক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্রণোদিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং বিভিন্ন শব্দ পরিবর্তন ও আরোপের একতরফা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বেশ কিছু আপত্তি উত্থাপিত হলেও, সভাপতি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি তার প্রতি কর্ণপাত করেননি। কিছু সমালোচক কিছু উদীয়মান অর্থনীতির রাষ্ট্রের একগুয়ে আচরণেরও সমালোচনা করেন। তবে উল্লেখ্য যে, ভারত ডারবান ঘোষণায় CBDR অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেগীয় আহ্বান জানায়, অন্যদিকে চীন ও মিশর গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডকে 'তহবিলবিহীন একটি তহবিল (Fund without fund) বলে অভিহিত করার পাশাপাশি একে দুরদর্শিতা সম্পন্ন ও টেকসই একটি তহবিল হিসেবে গড়ে

তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরির জন্য আহ্বান জানায়।

কপ-১৭ কার্বন নিঃসরণ কমানোর আইনী বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করে কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্ব প্রণয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এ সংক্রান্ত আলোচনা চলবে ২০১৫ পর্যন্ত এবং 'আইনী বার্ধ্যবাধকতা' শব্দগুলোর পরিবর্তে ২০২০ সালে কার্যকর হতে যাওয়া উক্ত দ্বিতীয় পর্বে ব্যবহৃত হবে 'আইন প্রয়োগের ফলস্বরূপ' (Outcome with legal force) শব্দগুলো।

চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত বিশ্বে কার্বন নিঃসরণকারী শীর্ষ স্থানীয় তিনটি দেশ। চীন ৬.৯ বিলিয়ন টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫.২ বিলিয়ন টন এবং ভারত ১.৫ বিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণ করে। গত প্রায় অর্ধযুগ ধরে ভারত এবং চীন ব্যাপকভাবে কার্বন নিঃসরণ করলেও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এই দুটি দেশ কিয়োটো প্রটোকলের বাধ্যবাধকতার বাইরে ছিল। কিয়োটো প্রটোকল থেকে আগেই বাইরে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সম্প্রতি কানাডা বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, জাপান ও রাশিয়াও ঘোষণা করেছে যে তারা কিয়োটো প্রটোকলে আর থাকবে না।

বলা হচ্ছে যে, ডারবান সম্মেলনের একমাত্র অর্জন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড, যা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেওয়া হবে। এই অর্থের উৎস্য সম্পর্কে কোনও কিছু স্পষ্ট করে বলা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু তহবিল গঠনের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সমঝোতা হয়। বেসরকারি খাত থেকে জলবায়ু তহবিলে অর্থায়নের বিষয়টি অবশ্য বিতর্ক তৈরি করেছে, কেননা, বেসরকারি খাত সবসময় মুনাফার অন্বেষণেই থাকে, ধনী দেশের সরকারগুলো বলছে যে, নানাবিধ আর্থিক সংকটের কারণে এবং ব্যয় হ্রাসের নীতির কারণে কার্বন বাজার পরিচালনার মতো যথেষ্ট সক্ষমতা তাদের নেই, তাই বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে বিশেষভাবে কার্বন বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে অবশ্য ধনী দেশগুলোর এই দাবি প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে, কারণ বিভিন্ন ব্যাংককে প্রণোদনা দেওয়ার জন্য দেশগুলো ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার যোগান দিতে পারে, অন্যদিকে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড হলো ধনী দেশগুলোর মোট সামরিক ব্যয়ের এক দশমাংশেরও কম।

কার্বন কেনা-বেচার বেসরকারি বাজার তৈরি করা হলে তা নানাভাবে, বিশেষ করে পরিমাপ এবং মাটি ও বনের কার্বনের মালিকানা নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি করবে। তাছাড়া গরিব দেশের ভূমি ও বন ক্রয়ের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণে ধনী দেশগুলোর নিজেদের বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা সংক্রান্ত নৈতিক প্রশ্নটি তো থাকলোই।

সুতরাং কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্ব দীর্ঘায়িত করা , কিংবা এ থেকে ধনী দেশগুলোকে প্রত্যাহার করে নেওয়া মহা বিপর্যয়েরই সংকেত দেয়। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা যেখানে বলছেন যে, পৃথিবির তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে, সৃষ্ট নানা জটিলতায় লাখ লাখ লোকের প্রাণহানী ঘটতে পারে, সেখানে এটি বাস্তবায়নের জন্য ২০২০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার ফল নিংসন্দেহে ভীষণ ভয়াবহ।

ডারবানে গত ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশী ছয়টি জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিরাজমান 'জলবায়ু গণহত্যা' (Climate genocide) পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তোলা হবে। কালক্ষেপন সব সময়ই ব্যয়বহুল। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি'র প্রধান অর্থনীতিবিদ ফেইথ বিরিয়ল (Faith Biriol) বলেন, বিলম্বিত উদ্যোগ একটি অহেতুক অপচয়। ২০২০ সালের মধ্যে জ্বালানী খাতে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির জন্য প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগ না করার কারণে যে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরিত হবে, তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রয়োজন হবে জনপ্রতি ৪.৩০ ডলার।

৩. জি ৭৭ + চীন: গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন এবং অন্যান্য ব্যর্থতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য ধনী দেশগুলোর পেশী শক্তির প্রদর্শনী বর্তমান বাস্তবতায় খুবই স্পষ্ট। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন যে, জাতিসংঘের কোনও ভোটাভুটিতে কোন উন্নয়নশীল দেশের ভোট কেনা, সেই দেশটির একজন গরিব ভোটারের ভোটটি কেনা থেকেও সহজ। কারণ, উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলো বিভিন্ন সহায়তা ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) থেকে বিভিন্ন সাহায্য ও আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ডারবানে ৮ ডিসেম্বর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশী জলবায়ু এই জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, 'জি ৭৭ এবং চীন আলোচক দল' (G 77+ China negotiation team)-এর ছদ্মাবরণে ভারত ও চীন কপ ১৭-তে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ব্যস্ত ছিল, দলের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য এই দুটি দেশ কোনও ভূমিকা পালন করেনি। জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোকে নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, তাদের স্বার্থ স্পষ্টতই চীন এবং ভারতের স্বার্থ থেকে ভিন্নতর, এবং এই কারণেই বিপন্ন দেশগুলোকে নিজেদের প্রয়োজনেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরকষাকষির জন্য ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র আরেকটি দল গঠন করতে হবে। ঢাকায় গত নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামকে সামনে রেখে বিপন্ন দেশগুলোর প্রতি আমরা এই একই আবেদন রেখেছিলাম।

কপ-১৭ প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল দেশ ও জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোর কার্যক্রমে কৌশলগত কিছু ফাঁকফোকর পরিলক্ষিত হয়েছে। শুরু থেকেই তারা জলবায়ু অর্থায়নের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করতে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ, তার ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে একের পর এক দাবি উত্থাপন করতে থাকে। সকলের কাছেই এটা স্পষ্ট যে, প্রশমনের বিষয়টিই সবার আগে আসে উচিৎ। জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উন্নয়নশীল ও জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোর প্রতিনিধিদেরও এই বিষয়টি অনুধাবন করা উচিৎ ছিল।

৪. ডারবানে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতা

আমরা মনে করি, আমাদের জোটের মুল ভূমিকা ছিল বিশ্বের সুশীল সমাজের কাছে বাংলাদেশের মানুষের কথাগুলো পৌঁছে দেওয়া এবং বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে একযোগে বাংলাদেশের স্বার্থে কাজ করা। আমরা মনে করি, ডারবানে বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের কর্মতৎপরতার উপর কিছু মন্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব।

বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উপস্থাপন ও দলের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এবং প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র ড. খলিকুজ্জামানের ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার। তাদের কাছে আমাদের 'Access' ছিল সহজ, তারা 'Inclusive' হবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক তেমন কোনও পার্থক্যও আমাদের নেই, তবে সরকারি প্রতিনিধি দলের আকার নিয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে সরকারি প্রতিনিধিদল গঠিত হবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, নির্দিষ্ট কিছু মানদন্ড এবং ফলাফল ভিত্তিক বিবেচনায়।

দেশী ও বিদেশী এনজিওদের তৎপরতার বিষয়ে আমাদের অবস্থান হলো, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকেও আমরা মনে করি, বাংলাদেশের বিষয়গুলো বিশ্বের সুশীল সমাজের কাছে, বিশেষ করে উন্নত দেশের সুশীল সমাজের কাছে তুলে ধরার জন্য আমাদের আরও সমন্বিত ও স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

সচেতনতা তৈরি এবং মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কপ ১৭ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলোর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণকে আমরা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু আমরা মনে করি, মুল আনুষ্ঠানিক আলোচনা প্রক্রিয়ার বাইরেও যেসব বিকল্প অনুষ্ঠানাদি আয়োজিত হয়েছে সেগুলোও সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিনিময় ও মতামতের মাধ্যমে আমরা যেভাবে একটি বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়াস চালাচ্ছি, তা সত্যিকার অর্থেই গণতান্ত্রিক সৌন্দর্য্য। কপ -১৭ এর পুরো সময়জুড়ে কোয়ানজুলু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সুশীল সমাজের সম্মেলন, গত ৩ ডিসেম্বর 'গ্লোবাল ডে অব এ্যকশন' শীর্ষক র‍্যালিতে ইউএনএফসিসি'র স্বেচ্ছাসেবকদের পোষাক পড়ে আফ্রিকার জাতীয় যুব কংগ্রেস (Youth africannational Congress) সদস্যদের আক্রমণ, ৬ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট জেকব জুমার সভায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মারধর এবং ১০ ডিসেম্বর কপ-১৭ সম্মেলন স্থলে সুশীল সমাজ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও কপ ১৭-এর অফিসিয়াল মিডিয়া ব্রিফিং সেন্টারে বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলনের তথ্য আমাদের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে খুব কমই এসেছে।

৫. এর পরে কী? সর্বাপেক্ষা প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতিই আমাদের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ

ডারবান আমাদের শিখিয়েছে যে, প্রয়োজনীয় অর্থ ও কাঙ্ক্ষিত প্রশমনের জন্য বৈদেশিক সুত্রগুলোর উপর আমরা খুব কমই ভরসা করতে পারি। বহুপাক্ষিক সংলাপ প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে অবশ্যই তৎপর থাকতে হবে, এর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উদ্বেগগুলোকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত উদ্যোগগুলোকে ত্বরান্বিত করতে হবে। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামকে একটি স্বতন্ত্র জোট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বসহকারে উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি আমরা সরকারের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি:

ক) জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলগত কর্মপরিকল্পনায় (Climate Strategic Action Plan (BCCSAP) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে plan B নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। মনে করতে হবে যে, তাপমাত্রা কমানোর বৈশ্বিক প্রচেষ্টা তেমন একটা হবে না, বৈদেশিক অর্থ পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

খ) জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘের একটি নতুন প্রটোকলের দাবি ক্রমবর্ধমান হারে আন্তর্জাতিক সমাজের সমর্থন পাচ্ছে, কানকুন সমঝোতাতেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়টিকে একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারের উচিৎ এ বিষয়ে সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালনা।

গ) জলবায়ু তহবিলগুলোর ব্যবস্থাপনার সচ্ছতা নিয়ে আমরা বরাবরই উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছি। সেই সঙ্গে অন্যান্য উন্নয়ন তহবিলগুলো নিয়েও আমাদের একই উদ্বেগ রয়েছে। একটি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাপনা এবং তহবিলের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের স্বার্থে এ সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলোতে বহুদলীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি, আমরা ইতিপুর্বে সরকারের একপেশে মালিকানার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক মালিকানার (Development Ownership) সুপারিশ করেছি।

৬.ডারবানে আমাদের কার্যক্রম

গত ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা ডারবানে বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাব তুলে ধরে চিত্র প্রদর্শনী, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অধিকার বিষয়ে দুটি সেমিনার এবং কপ-১৭ এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে তার উপর দুটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি। এসব অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ, অবস্থানপত্র, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনসহ সবকিছু পাওয়া যাবে www.equitybd.org-এ।

সেমিনারগুলো আয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা ছয়টি আন্তর্জাতিক সংস্থাকেও আমাদের সঙ্গো জোটবদ্ধ করেছি। সংস্থাগুলো হলো: জুবিলি সাউথ-আর্জেন্টিনা, এশিয়া প্যাসিফিক মুভমেন্ট ফর ডেবট এন্ড ডেভেলপমেন্ট-ফিলিপাইন, এলডিসি ওয়াচ-ব্রাসেলস, ৩৫০.ওআরজি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাউথ এশিয়া এলায়েন্স ফর পোভার্টি ইরাডিকেশন (এসএএপিই)-নেপাল এবং ট্রাস্ট অব কমিউনিটি এন্ড এডুকেশন- সাউথ আফ্রিকা।

আমাদের কার্যক্রমগুলো হলো:

ক) সম্মেলন চলাকালীন পুরো ১১ দিন ধরেই আমরা **'ভয়েসেস ফ্রম দি ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্রাউন্ড জিরো'** শিরোনামের একটি চিত্র প্রদর্শনী কেন্দ্র পরিচালনা করি। এই চিত্র প্রদর্শনীতে মোট ২৬টি ছবির মাধ্যমে বাংলাদেশের পানি ও বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রীসহ অনেকেই এই প্রদর্শনী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

খ) ৩ ডিসেম্বর **" Need of a new UN protocol, climate induced migrants: Human Rights perspective"** শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্সটিটিউট অব পলিসি স্টাডি'র জেনেট রেডমেন এবং ইটালির সিআরবিএম'র ইলিনা গিরেবিজ্জাসহ বেশ কিছু বিদেশি বক্তা সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। কানাডাভিত্তিক সংস্থা আইআইএসডি'র সংবাদ বুলেটিন ইমনবি'র পুরো এক পৃষ্ঠা জুড়ে এই সেমিনার নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

গ) ৫ ডিসেম্বর ইউএনএফসিসিসি'র মিডিয়া সেন্টারে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্যটির শিরোনাম ছিল 'সমঝোতায় পৌছানোর দীর্ঘসূত্রিতা ত্বরান্বিত করবে হাজারো মৃত্যু' **(Delaying Outcome, Hastened Mass killing)**. সংবাদ সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন জিয়াউল হক মুক্তা, লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রেজাউল করিম চৌধুরী এবং বক্তব্য রাখেন ড. আহসান উদ্দিন ও ডা. আব্দুল মতিন।

ঘ) ৭ ডিসেম্বর জোটের পক্ষ থেকে কোয়ানজুলু বিশ্ববিদ্যালয়ে **"Climate Induced Migrants : Human Rights Perspective"** শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গ্রিনপিস'র নির্বাহী পরিচালক কুমি নাইডু, কোয়ান জুলু নাটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্যাট্রিক বন্ড, কপ ১৭ উপলক্ষে সুশীল সমাজ আন্দোলনের অন্যতম আয়োজক ও কোয়ান জুলু নাটাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ব্রেইন এ্যাশ, ইকোনমিক জাস্টিস নেটওয়ার্ক (ইজিএন)-আফ্রিকা'র ম্যালকম ডেমোন্স, জুবিলিসাউথ এপিএমডিডি'র সভাপতি উইলি ডি কস্টা। এতে আরও বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাজা দেবাশীষ রায়, জাতীয় সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় এবং অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল'র জিয়াউল হক মুক্তা।

ঙ) ৮ ডিসেম্বর ইউএনএফসিসিসি'র মিডিয়া সেন্টারে আরও একটি সংবাদ সম্মেলনের অয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্যের শিরোনাম ছিল 'জলবায়ুর অশুভ অক্ষশক্তি প্রতিহত করুন: **'জি-৭৭ এবং চীন' জোট ত্যাগ করুন'**। সংবাদ সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন জিয়াউল হক মুক্তা, লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ড. আহসান উদ্দিন। এতে আরও বক্তব্য রাখেন, রেজাউল করিম চৌধুরী এবং মিজানুর রহমান বিজয়।

নেটওয়ার্কসমূহ:

BIPNet CCDF

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ ইনডেজিনাস পিপল্স নেটওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বায়োডাইভার্সিটি (বিপনেট), ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিসিডিএফ), ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), নেটওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ (এনসিসিবি)

যোগাযোগ:

রেজাউল করিম চৌধুরী, ইমেইল: reza@coastbd.org, মোবাইল:০১৭১১৫২৯৭৯২

মোস্তফা কামাল আকন্দ, ইমেইল: kamal@coastbd.org, মোবাইল:০১৭১১৪৫৫৫৯১

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে: www.equitybd.org এই ঠিকানায়